খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধে যে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছিল, মৌর্যদের অধীনে তার সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছিল। তাই মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাভাবিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। *'কাত্যায়ন স্মৃতি'*, *পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'*, *'বিনয়পিটক'*, সূত্তপিটকের *'নিকায়'*-গ্রন্থসমূহ, গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা, অশোকের অনুশাসনসমূহ ও কৌটিল্যের *'অর্থশাস্ত্র'* ইত্যাদি এ যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জানবার প্রধান উপাদান। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে জানা যায়, এ যুগে নগরের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল NBPW এবং অঙ্ক-চিহ্নিত মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার। *রামশরণ শর্মা*-র মতে, এ যুগেই এ ধরণের মুদ্রার সর্বাধিক প্রচলন ছিল। এর অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগ বৃদ্ধি এবং কর্মচারীদের নগদ মূল্যে বেতন দেবার সুবিধা। একদিকে অর্থনীতিতে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তিশালী ও সুসংগঠিত একটি শাসন কাঠামো এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অবলম্বন হিসাবে সামরিক শক্তির গুরুত্বের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ শান্তির প্রশ্নটিও জড়িত ছিল। সক্রিয় ছিল পূর্বতন রাজবংশের সমর্থক, উদীয়মান ধনী শ্রেণী, কৃষকদের দ্বারা অশান্তির সম্ভাবনা (কৌটিল্যের ভাষায় - 'প্রকৃতি কোপ')। দরকার ছিল একটি কার্যকরী বিচার ও দন্ড-ব্যবস্থা, যার সাহায্যে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে নতুনভাবে রাজস্বের আওতায় আনা সম্ভব হয়। মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থা আলোচনাকালে এগুলি মনে রাখা দরকার।

'অর্থশাস্ত্র' অনুসারে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে স্থিত এবং সম্পদ ও সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণের ফলে চূড়ান্ত সার্বভৌম সম্রাট রাজ্য শাসনের ব্যাপারে *'পোরাণা-পকিতী'* বা *প্রাচীন আইন-কানুন* দ্বারা পরিচালিত হতেন। তাঁর নির্দেশ ও শাসন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জারী করা হত। সম্রাটকে প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবতে হত, কারণ জনগণ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মেগাস্থিনিসের মতে, সম্রাট শুধু রাষ্ট্র নয়, শাসন, আইন, বিচার ও সামরিক বিভাগের সর্বেসর্বা। *স্ট্রাবো* ও *কৌটিল্য*-র রচনা অনুযায়ী, প্রয়োজনে তাঁকে প্রাসাদের বাইরে যেতে হত, আবার আইনের উৎস ও বিচারক হিসাবে সারাদিন বিচারালয়েও থাকতেন। *'অর্থশাস্ত্র'* অনুসারে, সম্রাট কখোনোই আবেদনকারীকে বসিয়ে রাখতেন না। কারণ তাহলে তিনি জনসংযোগ হারাবেন। আরও বলা হয়েছে, কখোনো কখোনো রাজানুশাসন আইনগত দিক দিয়ে প্রচলিত ধর্মনীতির থেকেও বেশী শক্তিশালী ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মূল স্তম্ভ সম্রাট সকলকে নিয়োগ করতেন এবং নির্দেশ দান করতেন এবং প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন।

কৌটিল্য বলেছেন, রাজত্ব তথা সার্বভৌমত্ব সহযোগিতার মাধ্যমেই বজায় রাখা সম্ভব। তাই সম্রাট সচিবদের নিয়োগ করতেন। *অর্থশাস্ত্র*-তে উল্লিখিত *'সচিব'* বা *'অমাত্য'* এবং *মেগাস্থিনিস* উল্লিখিত *'সপ্তম-শ্রেণী'* বা *'কাউন্সিলর'* সম্ভবত অভিন্ন। *সচিব* বা *অমাত্য*-দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন *'মন্ত্রিন'*-গণ। এঁদের সঙ্গে অশোকের ষষ্ঠ শিলানুশাসনে উল্লিখিত *'মহামাত্ত'* এবং *ডিওডোরাস* লিখিত *সম্রাটের পরামর্শদাতা* বা 'advisors of the king'-দের অনেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, *'সর্বোপধা শুদ্ধান্ মন্ত্রিনঃ কুরাৎ'*, অর্থাৎ যোগ্যতমদের *মন্ত্রিন* হিসাবে নিযুক্ত করা হত। তাদের বার্ষিক 48,000 পণ বেতন দেওয়া হত। *'আত্যয়িকে কার্যে'* বা জরুরী কার্যের সময় সম্রাট *মন্ত্রি-পরিষদ* ও *মন্ত্রিন*-দের ডেকে পাঠাতেন। অশোকের তৃতীয় ও ষষ্ঠ শিলানুশাসনে মন্ত্রি-পরিষদের উল্লেখ আছে, যাঁরা সম্রাটকে পরামর্শ দিতেন। তবে অর্থশাস্ত্রে মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যদের *মন্ত্রিন*-দের থেকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যরা বার্ষিক 12,000 পণ বেতন পেতেন। সুতরাং তাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা *মন্ত্রিন*-দের তুলনায় নিম্ন ছিল। রাজা *'ভূয়িষ্ঠাঃ'* বা সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। *'মন্ত্রি পরিষদং দ্বাদশামাত্যান্ কুর্বীত'*-এই উক্তি থেকে মনে হয়, বারো জন অমাত্য নিয়ে *মন্ত্রি-পরিষদ* গঠিত হত। *কৌটিল্য* কিন্তু *'অক্ষুদ্র-পরিষদ'*-এর ধারণার কথা বলেছিলেন, যা মৌর্যদের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছিল। *'দিব্যবদান'*-এ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসারের *'পঞ্চামাত্যাশতানি'* বা পাঁচশত জনের পরিষদের উল্লেখ আছে।

অমাত্য বা *সচিব*-দের অপর একটি শ্রেণী মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ বিভাগীয় প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় পদগুলি পূরণ করতেন। *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, ধর্মীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা *ধর্মোপধাশুদ্ধ*-দের নাগরিক ও ফৌজদারি বিচারালয়ে, অর্থ বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা *অর্থোপধাশুদ্ধ*-দের রাজকোষের প্রধান বা *'সমাহার্তৃ'* হিসাবে, প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা *কামোপধাশুদ্ধ*-দের প্রমোদ উদ্যানের, ভয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা *ভয়োপধাশুদ্ধ*-দের তাৎক্ষণিক কার্য বা *আসন্ন-কার্য* সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হত। *অর্থোপধাশুদ্ধ*-দের সর্বোচ্চ হিসাব-রক্ষক বা ভাণ্ডারের কর্তা বা *'সন্নিধার্তৃ'* হিসাবেও নিযুক্ত করা হত। যে সমস্ত অমাত্যদের পরীক্ষা নেওয়া হত না বা যাঁরা অকৃতকার্য হতেন, তাঁদের গুরুত্বহীন দপ্তরের ভার বা *'সামান্য-অধিকরণ'* দেওয়া হত। অমাত্যদের সমগুণসম্পন্নদের *রাজদূত*, *সংযোগ-মন্ত্রী* অথবা *অধ্যক্ষ* হিসাবে নিয়োগ করা হত। এ ব্যাপারে কৌটিল্যের সমর্থন পাওয়া যায় *স্ট্রাবো*, *আরিয়ান* প্রমুখের রচনায়। *স্ট্রাবো* লিখেছেন, সপ্তম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সম্রাটের *'উপদেষ্টা'* এবং *'সভাসদ'* বা *'Symboutoi'* এবং *'Synedroi'*। *আরিয়ান* বলেছেন, এদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হতেন

Scanned with CamScanner

প্রাদেশিক শাসকগণ। *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, শাসনযন্ত্রের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করতেন *অধ্যক্ষ*, স্ট্র্যাবো-র রচনায় যারা উল্লিখিত *ম্যাজিস্ট্রেট* নামে। কারো কারো বাজার দেখাশোনা, নগর, সৈন্যবাহিনী দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত। অর্থশাস্ত্রে *'দুর্গ-রাষ্ট্র-দন্ড-মুখ্য'*-দের কথা বলা হয়েছে।

মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত নগর দেখাশোনা করত *'অ্যাস্টিনোমই'*। *মেগাস্থিনিস*-এর বর্ণনানুসারে, তারা ছটি সংস্থায় বিভক্ত ছিলেন। প্রতিটিতে পাঁচজন সদস্য থাকত। কাজ ছিল শিল্পোৎপাদনে নজর রাখা, বিদেশীদের তত্ত্বাবধান, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব, বাজারের খুঁটিনাটি। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত *নগরাধ্যক্ষ*, মেগাস্থিনিসের *অ্যাস্টিনোমই* এবং অশোকের অনুশাসনে উল্লিখিত *নগর ব্যবহারিক-গণ* সম্ভবত অভিন্ন। *রামশরণ শর্মা* মনে করেন, আগুনের ব্যাপারে এঁরা সতর্ক থাকতেন ও নাগরকের অধীনস্থ *স্থানিক* বা *গোপ*-গণ নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখাশোনা করতেন। *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন *বলাধ্যক্ষ*। গ্রীক রচনা অনুযায়ী, মৌর্য বাহিনী পরিচালিত হত সমর পরিষদের দ্বারা, যা পাঁচজন সদস্যযুক্ত ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক-এই চারটি বাহিনীর দায়িত্ব ছাড়া অন্য দুটি বোর্ডের একটি স্থল ও নৌ-বাহিনীর সংযোগ রক্ষা করত, অপরটি চার বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহের কাজ করত (কৌটিল্য অনুযায়ী - *বিষ্টি কর্মানি*)। বেতন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম আসত রাজকোষ থেকে। বাহিনীর একটি বিভাগ থাকত *'Chief Naval Superintendent'*-এর অধীন, যাকে কৌটিল্য বলেছেন *'নাবধ্যক্ষ'*। মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় কোনো জনপ্রতিনিধি সভা বা সমিতি-র স্থান ছিল না। রাজকীয় পরিষদ ক্রমশ অভিজাতদের সভায় পরিণত হচ্ছিল। রাজকীয় বিচারালয় ছাড়াও নগর ও জনপদে বিশেষ আদালত থাকত, যা দেখাশোনা করতেন যথাক্রমে *মহামাত্র* ও *রাজুক*। সম্ভবত একশ্রেণীর বিচারক বিদেশীদের অভিযোগ শুনতেন। বিচারালয় ছিল বিভিন্ন রকম। *সংগ্রহণ*, যা দশটি গ্রামের কেন্দ্রে, *দ্রোণমুখ*, যা চারশত গ্রামের কেন্দ্রে, *স্থানীয়*, যা আটশত গ্রামের কেন্দ্রে এবং *জনপদসন্ধি*-তে। দায়িত্বে থাকতেন *ধর্মস্থ* এবং তিনজন *ধর্মোপধাশুদ্ধ*। বিচার করা হত *কন্টকশোধন* বা *'Criminal Court'*-এ।

রাজধানী থেকে সরাসরি শাসনের অসুবিধার কারণে সাম্রাজ্যকে কয়েকটি *প্রদেশ* এবং *প্রদেশ*গুলিকে কয়েকটি *'আহার'* বা *'বিষয়'*-এ বিভক্ত করা হয়েছিল। অশোকের সময় *প্রদেশ* ছিল ন্যূনতম পাঁচটি (রোমিলা থাপারের মতে, চারটি)। যথা — (i) *উত্তরাপথ*, (ii) *অবন্তীপথ*, (iii) *দক্ষিণাপথ*, (iv) *কলিঙ্গ* ও (v) *প্রাচ্য*। দূরবর্তী প্রদেশের দায়িত্ব থাকত *'কুমার'*-দের ওপর, যাঁরা রাজপরিবার থেকেই নিযুক্ত হতেন এবং *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে বাৎসরিক 12,000 পণ বেতনভুক। অশোকের ত্রয়োদশ শিলানুশাসন অনুসারে প্রদেশগুলির বাইরে কম্বোজের মতো বেশ কিছু অঞ্চল স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। এক্ষেত্রে *হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী* সৌরাষ্ট্রের কথাও বলেছেন। জুনাগড় লেখ-তে *'রাষ্ট্রীয়'* নামক একটি পদের উল্লেখ আছে যারা, রায়চৌধুরীর মতে, একধরণের *'Imperial high commissioner'*। *"Pali-English Dictionary"*-তে *Rhys Davids* এদের অনুশাসনে উল্লিখিত *'রঠিক'*-দের সঙ্গে অভিন্ন বললেও রায়চৌধুরী তাদের *'রাষ্ট্রপাল'*-দের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। প্রাথমিক পর্বে প্রাদেশিক আমলাতন্ত্র বংশানুক্রমিক না হলেও পরবর্তীকালে তাদের *'রাজা'* উপাধি গ্রহণ এবং অশোক কর্তৃক *'রাজুক'*-দের স্বাধীনতা দান সম্ভবত ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক পরিকাঠামোর পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল গুপ্তচর বিভাগ। *মেগাস্থিনিস* একদল কর্মচারীর কথা বলেছেন, যারা সম্রাটকে বিভিন্ন খোঁজখবর দিতেন। *ডিওডোরাস* ও *স্ট্র্যাবো*-র রচনায় এরা যথাক্রমে *'এপিসকোপই'* (episcopoi) এবং *'এফোরই'* (ephoroi) নামে অভিহিত। শ্রেষ্ঠ, অনুগত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের এ কাজে নিযুক্ত করা হত। অর্থশাস্ত্রে এদেরই সম্ভবত *'গুপ্তপুরুষ'* বলা হয়েছে, যারা দুই প্রকারের — (i) *'সংস্থাঃ'* বা একই স্থানে অবস্থানকারী গুপ্তচর এবং (ii) *'সঞ্চারাঃ'* বা ভ্রমণশীল গুপ্তচর। এছাড়াও *পুংশ্চলী*, *বেশ্যা*, *রূপজীবা* প্রভৃতি গণিকাদেরও গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ করা হত।

গ্রামের প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কাজ দেখতেন *'গ্রামিক'*, যারা সম্ভবত গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং *'গ্রামভোজক'* ও *'আয়ুক্ত'*-গণ। গ্রামে সম্রাটের কর্মচারী ছিলেন *'গ্রামভৃত্যক'* এবং *'গ্রামভোজক'*। *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, পাঁচ থেকে দশটি গ্রাম দেখতেন *'গোপ'* এবং জনপদ বা জেলার 1/4 অংশ দেখতেন *'স্থানিক'*। কলিঙ্গলেখ অনুসারে *'মহামাত্র'*, চতুর্থ স্তম্ভলেখ অনুসারে *'পুলিসা'* এবং *'রাজুক'*-রা গ্রাম পরিদর্শন করতেন। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত *'পুরুষ'* বা *'রাজপুরুষ'*-দের সঙ্গে *পুলিসা*-দের অভিন্ন মনে করা হয়। উৎপাদন বাড়াবার জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের সবরকম নিরাপত্তা দিত। রাষ্ট্রের ব্যয়ের ভার বহন করত গ্রাম থেকে লব্ধ *'ভাগ'* এবং *'বলি'* বা অতিরিক্ত কর। নগরগুলিতে জন্ম-মৃত্যু, বিক্রয় ও জরিমানা থেকেও কর আদায় হত। গ্রীক বর্ণনায় রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং কোষাগার-পর্যবেক্ষকের উল্লেখ আছে। রাজস্বের বিশাল অংশ ব্যয় হত সামরিক খাতে বেতন, দুর্গ ও নগর নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতিতে।

স্বৈরতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে অশোক ঘোষণা করেছিলেন, *'সকল প্রজাই আমার সন্তান'*। তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ শিলানুশাসনে উল্লিখিত *'পরিষ'* বা *'পরিষা'*-র থেকে কেন্দ্রীয় পরিষদীয় পরিকাঠামোর কথা মনে হয়, যা *কে. পি. জয়সোয়াল*-এর মতে মন্ত্রী-পরিষদের সাথে অভিন্ন। কিন্তু সেনার্টের মতে, তা *'সংঘ'* এবং *বুহেলার*-এর মতে তা জাতি বা সম্প্রদায়ের কোনো কমিটি। অশোকের সময় সাম্রাজ্য কয়েকটি *'দিশা'* বা *'দেশ'* (প্রদেশ)-এ এবং দেশ-গুলি *'আহার'* বা জেলায় এবং *'কোষ্ঠ বিষয়'* বা দুর্গ সন্নিহিত অঞ্চল-এ বিভক্ত ছিল। জেলা প্রশাসনের দুটি ভাগ — (i) *'পুর'* বা *'নগর'* এবং (ii) গ্রাম নিয়ে গঠিত জনপদ। প্রথম অনুশাসনে *'অংত মহামাত্র'*-দের কথা বলা হয়েছে, যারা সম্ভবত অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত *'অন্তপাল'* বা সীমান্ত অঞ্চলের রক্ষক। এছাড়া ধর্মমহামাত্র-গণ

Scanned with CamScanner

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়কে দেখাশোনা করতেন। ড. *স্মিথ*-এর মতে, *'রাজুক'*-গণ ছিলেন কুমারদের অব্যবহিত অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসক। *বুহেলার*-এর মতে, এরা জাতকে উল্লিখিত *'রজুজক'* বা *'রজুজগাহক অমচ্চ'*, যারা ফিতের সাহায্যে জমি মাপত। পুরস্কার, দণ্ডবিধান ও বিচারবিভাগীয় দায়িত্বও সম্ভবত তারা পালন করত। সম্ভবত *স্ট্রাবো* উল্লিখিত *'অ্যাগ্রোনোমই'*-দের সঙ্গে এরা অভিন্ন। অর্থশাস্ত্রে *'চোররজুজ'* এবং *'রজুজ'* নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে। *সেনার্ট*, *বুহেলার* প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ *'প্রাদেশিক'* অর্থে আঞ্চলিক শাসকদের বুঝিয়েছেন, যারা তৃতীয় অনুশাসনে *'রাজুক'* ও *'যুত'*-দের সঙ্গে উল্লিখিত। অনেকের মতে, প্রাদেশিক ও রাজুকরা ছিলেন যথাক্রমে প্রদেশীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মহামাত্র। *'প্রদেষ্টি'*-দের কাজ ছিল কর আদায়, বিদ্রোহী নেতাদের দমন বা *বলিপ্রগ্রহ*, অপরাধীদের বিচার করা বা *কন্টকশোধন*, চোর ধরা বা *চোরমার্গন* প্রভৃতি। *'বচভূমিক'*, *'লিপিকর'* এবং *'কারণক'* ছিল যথাক্রমে *'Inspectors of cowpens'*, রাজকীয় লিপি প্রস্তুতকারী এবং শিক্ষক বা লিপি খোদাইকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মৌর্য ব্যবস্থা ছিল চূড়ান্তভাবে অতিকেন্দ্রিক। পরিকাঠামোগত দিকে এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিকতা বজায় ছিল। *কৌটিল্য* রাজাকে রাজকোষ ও সেনাবাহিনীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তাই রাজকীয় শক্তি বৃদ্ধিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসেনি। মেগাস্থিনিসের বিবরণের ওপর ভিত্তি করে *নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য* প্রমুখ মনে করেন, এই ব্যবস্থা পারস্যের *আকিমেনিয়* রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু *রামশরণ শর্মা*-র মতে, এটা মনে করা অসঙ্গত হবে যে, অর্থশাস্ত্রে প্রতিফলিত চূড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি পারসিক বা টলেমীয় মডেল থেকে গৃহীত। তাঁর মতে, কৌটিল্যের রচনায় প্রাচীন অনেক ধ্যান-ধারণাই সঙ্কলিত হয়েছিল। জাতকের কাহিনী অনুসারে রাজা বা সমপ্রদায়ের নেতা হিসাবে উপজাতিগোষ্ঠীর প্রধানকে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য দুঃখ মোচনকারী হিসাবে সাধারণ মানুষ দেখত, তেমনই রাজাকেও তারা অনুরূপ ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে কৌটিল্য কর্তৃক সার্বিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দান অপ্রাসঙ্গিক বা যুক্তিহীন নয় বলে *শর্মা* মনে করেন।

মৌর্য শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। *শর্মা* মনে করেন, গিল্ডগুলি কিছুমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। পাটলিপুত্রে কিছু আঞ্চলিক গোষ্ঠী শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করত। *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, নতুন জনপদে পুরোহিত, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, অধ্যক্ষ এবং নিম্নশ্রেণীর গ্রামসেবকদের নিষ্কর ভূমিদান করা হত। *শর্মার* মতে, যদিও আধিকারিকদের সমগ্র গ্রাম দানের কথা বলা হয়নি, তবুও বিকেন্দ্রীকরণের সামান্যতম লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর মতে, পরবর্তীকালে অশোক কর্তৃক রাজুকদের প্রভূত ক্ষমতাদান বিকেন্দ্রীকরণকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। *নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য* মনে করেন, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্য সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রতর শাসনতান্ত্রিক উপবিভাগগুলি যেমন কিছুমাত্রায় স্বশাসিত ও স্বনির্ভর ছিল, মৌর্যদের নিম্ন শাসনতান্ত্রিক এককসমূহ কিছু মাত্রায় স্বনির্ভর ছিল। তাঁর মতে, সেই হিসাবে সম্রাটের কর্তৃত্ব ততটা বাস্তব ছিল না, যতটা ছিল আনুষ্ঠানিক। তবে শর্মার মতে, মৌর্য রাষ্ট্র ও সমাজে সচেতনভাবে বিকেন্দ্রীকরণের কোনো লক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

বস্তুতপক্ষে প্রাক-মৌর্য যুগে মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ক্ষত্রিয়দের বিশেষ ভূমিকা তাদের পাদপ্রদীপে এনেছিল। কৌটিল্য ও অশোক এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু সমসাময়িক যুগে ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণীই ছিল রাজকীয় ক্ষমতার প্রধান প্রতিবন্ধক, সেহেতু পুরোহিত শ্রেণী যে পরিমাণ ক্ষমতা হারিয়েছিল, রাজশক্তি ঠিক সেই পরিমাণ ক্ষমতাই লাভ করেছিল।

Scanned with CamScanner